প্রত্যেক মুসলিমের যে সব বিষয় জানা ওয়াজিব

মূল : মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত্তামীমী (রহ.)

প্রত্যেক মুসলিমের যে সব বিষয় জানা ওয়াজিব

মূল : মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত্তামীমী (রহ.)

অনুবাদ ও সম্পাদনায় : বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল

পাণ্ডুলিপি প্রকাশন, সিলেট

প্রত্যেক মুসলিমের যে সব বিষয় জানা ওয়াজিব

মূল : মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত্তামীমী (রহ.)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল

প্রকাশক

পাণ্ডুলিপি প্রকাশন

মানিকপীর রোড, কুমারপাড়া, সিলেট

মোবাইল : ০১৭১২৮৬৮৩২৯

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০১১

পরিবেশক

ইন্সটিটিউট ফর কমিউনিটি ডেভোলপমেন্ট (ICD)

১৪/৮, ইকবাল রোড (৩য় তলা), মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

এডুকেশন সেন্টার সিলেট (ECS)

পশ্চিম সুবিদবাজার, সুনামগঞ্জ রোড, সিলেট

মোবাইল : ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫

সালেহ্ বুক স্টল

হাজী কুদরতউল্লাহ মার্কেট (২য় তলা), সিলেট

প্রচ্ছদ

মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান

অক্ষরবিন্যাস

মোঃ আব্দুল মুমিন

মুদ্রণ

পাণ্ডুলিপি প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, সিলেট

মূল্য

৩০ টাকা

Prottek Muslimer Jeshab Bishoy Jhana Wajib, by **Muhammad Bin Sulaiman** Attamimi (R.), Edited by : Bayjid Mahmud Foysol. **Published by Pandulipi** Prokashon. Sylhet. Price : Tk 30

ISBN : 978-984-8922-11-8

প্রসঙ্গ : পূর্বকথা

'ইন্নাল হাম্‌দা লিল্লাহ। ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ (সা.)।' সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি মানুষকে সর্ববিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও শিক্ষা দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বমানবতার মুক্তির অগ্রদুত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর। অতঃপর সর্বোত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব, উত্তম পথ-নির্দেশনা হচ্ছে মুহাম্মাদ (সা.)-এর পথ-নির্দেশনা। কোনো নতুন আবিষ্কৃত ইবাদাত হচ্ছে ইসলামে নিকৃষ্টতম কাজ। প্রতিটি নতুন আবিষ্কৃত ইবাদাত হলো বিদআ'ত; আর প্রতিটি বিদআ'ত হলো পথভ্রষ্টতা। প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই মানুষকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে।

দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে আল্লাহ তাআ'লা মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও মৃত্যুর পর চিরশান্তির পয়গামকে বিভিন্ন জাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন নবী ও রসুলগণের মাধ্যমে। প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ প্রেরিত নবী-রসুলগণ নিজ নিজ জাতিকে আল্লাহর পথে দাওয়াত, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সুকঠিন দায়িত্ব আন্‌জাম দিয়ে গেছেন। দাওয়াতি কাজের জন্য তারা অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছেন। এ দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে আল্লাহর রাহে জীবন দিয়েছেন অসংখ্য মর্দে- মুজাহিদ। যুগে যুগে হক প্রতিষ্ঠায় তাগুতি শক্তির সাথে লড়াই করছেন আল্লাহর পথের সৈনিকগণ। সমগ্র মানবজাতির মুক্তির পথ-নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে সর্বশেষ রসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁর আনীত জীবনব্যবস্থা সর্বকালের জন্য সকল মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির শাশ্বত সনদ। শেষ নবীর উম্মতকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে অন্যসব জাতির উপর দিয়েছেন অনন্য মর্যাদা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران : ١١٠)

'তোমরাই সর্বোত্তম জাতি যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজে নিষেধ করো।'[১]

---

১. সুরা-আ'লি ইমরান : ১১০

বস্তুত এ আয়াতে আল্লাহ উম্মতে মোহাম্মদীকে অনন্য দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত করেছেন। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্য উত্তম নির্দেশনা আল কুরআন এবং রসুল (সা.)-এর সুন্নাহকে আমাদের জন্য করে দিয়েছেন সর্বোত্তম নেয়ামত। কিন্তু শয়তানের ফাঁদ বড়ই বিস্তৃত। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই ফাঁদকে প্রসারিত করে রেখেছে। যেমন আমরা দেখতে পাই দ্বীনের অনুসরণে উদাসীনতা ছাড়াও আমাদের মধ্যে অনেকেই ধর্মের নামে শির্‌ক, কুফ্‌র ও বিদআ'তী কার্যকলাপ এবং স্বার্থসিদ্ধি হাসিলেও পিছপা হচ্ছে না। মু'মিন জীবনের এই দৈন্যদশা আর কতদিন চলবে? বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ আল কুরআনের আদর্শকে আঁকড়ে ধরে এবং রসুল (সা.) প্রদর্শিত জীবন পদ্ধতিকে অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠার এখনই সময়।

আল্লাহ বলেন :

﴿وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا﴾. (آل عمران : ١٠٢)

'তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।'[২]

বিশ্ব মুসলিমের এই ঐক্য-চেতনা ব্যতিরেকে শয়তানি চক্রান্ত ও তার অনুসারীদের তন্ত্রমন্ত্র মতবাদ থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব নয়। ঐক্যবদ্ধ ঈমানি শক্তির কাছে শয়তানি ষড়যন্ত্র খুবই দুর্বল। জাগ্রত বিবেকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন এখন খুবই জরুরি। শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত্তামীমী (রহ.) এর *'প্রত্যেক মুসলিমের যে সব বিষয় জানা ওয়াজিব'* গ্রন্থটিতে তিনি মুসলিম-জীবনের কিছু মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ কুরআন-সুন্নাহের আলোকে সহজ-বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থটির সম্পাদনায় অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটির জন্য পাঠকদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। এক্ষেত্রে পাঠকদের মূল্যবান পরামর্শ কামনা করছি। নতুন সংস্করণে হাদিসের নাম্বারগুলো 'মাক্‌তাবাতুস শামিলা' সফ্‌টওয়্যার থেকে নেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্টে এই গ্রন্থাগারের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ *'শিরক্‌ সংক্রান্ত চারটি মূলনীতি'* সহপাঠ্য হিসেবে সংযোজিত করা হলো। আমাদের সকলের জন্য বইটিকে দুনিয়ার কামিয়াবি ও আখেরাতে নাজাতের উসিলা হিসেবে আল্লাহ কবুল করে নিন। আমিন ॥

বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল

অক্টোবর ২০১১
সিলেট

---

২. সূরা-আ'লি ইমরান : ১০২

সূচিপত্র

যে তিনটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ওয়াজিব

এই তিনটি বিষয় হলো : প্রত্যেকে–

১. রব বা পালনকর্তা সম্পর্কে জানা।

২. দ্বীন সম্পর্কে জানা।

৩. নবী মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে জানা।

আপনাকে যদি বলা হয়, কে আপনার রব? তাহলে বলুন, আমার রব আল্লাহ যিনি আমাকে এবং সমগ্র বিশ্বকে তার নেয়ামত দিয়ে প্রতিপালন করছেন। তিনি আমার ইলাহ। তিনি ছাড়া আমার আর কোন ইলাহ নেই। আপনাকে যদি বলা হয়, আপনার দ্বীন (ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা) কি? তাহলে বলুন, আমার দ্বীন ইসলাম। ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহ তাআ'লাকে এক ও অদ্বিতীয় জেনে কেবলমাত্র তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করে এবং শিরক (আল্লাহর সাথে শরীক করা) ও মুশরিক (যে শিরক করে) থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা। আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার নবী কে? তাহলে বলুন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুলাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম। হাশিম কুরাইশ থেকে উদ্ভুত। কুরাইশ আরব থেকে উদ্ভুত। আরব ইসমাইল বিন ইবরাহীম আল খলীলের বংশ থেকে উদ্ভুত। তাঁদের প্রতি এবং আমাদের নবীর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

দ্বীনের[১] দু'টি মূল ভিত্তি

প্রথমত :

ক. একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের নির্দেশ দেওয়া যার কোন অংশীদার (শরীক) নেই।

খ. এ বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত করা।

---

১. দ্বীন অর্থ হলো : আনুগত্য করা; ক্ষমতাবান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া; Subjuagation, Authority, Ruling; এ ছাড়াও পদ্ধতি বা অভ্যাস এবং পুরস্কার-শাস্তি ও বিচার ইত্যাদি। এসব শাব্দিক অর্থ থেকে আল-কুরআনের আয়াতের আলোকে দ্বীন হলো মানুষের আনুগত্য, অনুসরণ ও ইবাদত আল্লাহর জন্য নিবেদিত হওয়া যিনি একাধারে সৃষ্টিকর্তা, আইন প্রণেতা ও বিচার ফায়সালার মালিক।

গ. এ নীতির ভিত্তিতেই বন্ধুত্ব স্থাপন করা।

ঘ. এর বর্জনকারীকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা।

দ্বিতীয়ত :

ক. আল্লাহর ইবাদাতে শির্কের বিষয়ে ভয় প্রদর্শন করা।

খ. এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করা।

গ. এ নীতির ভিত্তিতে শত্রুতা স্থাপন করা।

ঘ. যে ব্যক্তি শির্ক করে তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর শর্তমালা

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য আল-কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত শর্তসমূহ নিম্নরূপ :

১. ইলম বা জ্ঞান : নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় দিক থেকে এ সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা।

২. দৃঢ় বিশ্বাস : কালিমাহকে এমন পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যাতে সংশয়-সন্দেহ না থাকে।

৩. ইখলাস : এমন নিখাদচিত্ত হওয়া যা শির্কের পরিপন্থী।

৪. সত্যবাদিতা : এমন সত্যবাদিতা যা মিথ্যার পরিপন্থী, নিফাক-কপটতার প্রতিবন্ধক।

৫. ভালোবাসা : এ কালিমাহ ও তার নির্দেশিত বিষয়কে (আল্লাহ ও তাঁর রসুল এবং তাঁদের আদেশ ও নিষেধকে) ভালোবাসা এবং এতে সন্তুষ্ট থাকা।

৬. আত্মসমর্পন : এ কালিমার দাবী ও অধিকারসমূহের প্রতি অনুগত হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহর জন্যে মনকে নিষ্কলুষ করে তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অবশ্য পালনীয় কাজসমূহ সম্পন্ন করা।

৭. কবুল করা : এমনভাবে কবুল বা গ্রহণ করা যা প্রত্যাখ্যানের পরিপন্থী।[২]

---

২. কোন কোন আলিম 'তাগুত' সমূহকে পরিত্যাগ করা এবং মৃত্যু পর্যন্ত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর উপর অটল থাকা এই দুই শর্তও উল্লেখ করে থাকেন।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর শর্তমালার প্রমাণপঞ্জী

ইল্‌ম বা জানার প্রমাণ : আল্লাহ বলেন :

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (سورة محمد : 19)

অর্থ : কাজেই জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই।'
(সুরা-মুহাম্মাদ : ১৯)

আল্লাহ আরও বলেন :

اِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (الزخرف : 86)

অর্থ : 'তবে যে জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেয় সে ছাড়া।'
(সুরা-যুখরুফ : ৮৬)

অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালিমার সাক্ষ্য। আর তারা মুখে যা বলে সেটি অন্তর দিয়ে জানে'।

সুন্নাহ থেকে প্রমাণ :
উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদিস রয়েছে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রসুল মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন :

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (رواه مسلم)

অর্থ : 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ নেই জেনে মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (সহীহ মুসলিম : ১৪৫)

দৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণ

আল্লাহ বলেন :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِا للهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اُلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ (الحجرات : 15)

অর্থ : 'মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান আনে, অতঃপর কোনরূপ সন্দেহ করে না, আর তাদের মাল দিয়ে ও জান দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে; তারাই সত্যবাদী।' (সুরা-আল-হুজরাত : ১৫)

এই আয়াতে আল্লাহ ও তদীয় রসুল (সা.)-এর প্রতি তাদের সত্যিকার ঈমানের ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ না করাকে শর্ত করা হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করে সে মুনাফিকদের অন্তর্ভূক্ত।

সুন্নাহ থেকে প্রমাণ :

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে সহীহ হাদিসে রয়েছে, আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন :

اَشْهَدُ اَن لاَّ اِلهَ إِلاَّ اللهُ وَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ لاَ يَلْقِى الله بِهِمَا عبد غَيْرُ شَاك فِيْهِماَ إِلاَّ دَخَلَ الجَنَّة (رواه مسلم)

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রসুল। যে বান্দাই সন্দেহমুক্ত অবস্থায় এ দু'টি (সাক্ষ্য) নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।'
(সহীহ মুসলিম : ১৪৭)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে একটি দীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত :

من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة (رواه مسلم)

অর্থ : 'এ দেয়ালের পেছনে সর্বান্তকরণে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ নেই বলে সাক্ষ্যদানকারী যে ব্যক্তির সাথেই তোমার দেখা হয় তাকেই জান্নাতের সুসংবাদ দাও।' (সহীহ মুসলিম : ১৫৬)

ইখলাস বা নিখাদচিত্ততার প্রমাণ

আল্লাহ বলেন :

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِص (الزمر : 3)

অর্থ : 'জেনে রাখো আল্লাহর জন্যই নির্ভেজাল দ্বীন। (সূরা-আয-যুমার : ৩)

আল্লাহ আরও বলেন :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء (البينة : 5)

অর্থ : 'তাদেরকে নির্ভেজালচিত্তে শুধু আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' (সূরা-আল-বাইয়িনাহ্ : ৫)

সুন্নাহ থেকে প্রমাণ :

وعن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : اسعد الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه او نفسه (رواه البخارى)

হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, 'আমার সুপারিশ লাভে সবচেয়ে ধন্য ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে নিখাদচিত্তে বলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ নেই।' (সহীহ বুখারী : ৯৯)

وَ عن عتبان بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إنَّ الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله عز وجل (متفق عليه)

অর্থ : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ওই ব্যক্তির জন্যে জাহান্নামকে হারাম করে দিয়েছেন যে বলে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ নেই। এর দ্বারা সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়।' (সহীহ বুখারী : ৪১৫ ও সহীহ মুসলিম : ১৫২৮)

و عن النبى صلى الله عليه وسلم : من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيئ قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من اهل الأرض و حق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤاله (رواه النسائى فى عمل اليوم و الليلة)

ইমাম নাসাঈর 'আমালুল ইয়াউম ওয়াল্লায়লাহ' গ্রন্থে দু'জন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ নেই, তার কোন অংশীদার নেই, সাম্রাজ্য তারই, সকল প্রশংসা তারই, তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান-আল্লাহ এর জন্যে আকাশকে বিদীর্ণ করে পৃথিবীবাসীদের মধ্যে যে এ কথা বলেছে তাকে দেখেন। আর যে বান্দার প্রতি আল্লাহ দৃষ্টিপাত করেন তার অধিকার হচ্ছে তার দোয়া মঞ্জুর হওয়া।' (হাদিস নং : ২৮)

সত্যবাদিতার প্রমাণ

আল্লাহ বলেন :

الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (العنكبوت 1-3)

অর্থ : 'আলিফ-লাম-মীম। লোকেরা কি মনে করে যে আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দিয়ে দেওয়া হবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? তাদের পূর্বে যারা ছিল আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম; অতঃপর আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী।'

(সুরা-আল-আনকাবুত : ১-৩)

আল্লাহ আরও বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (البقرة 8-10)

অর্থ : 'মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন নয়। তারা আল্লাহ ও মু'মিনদেরকে প্রতারিত করে, আসলে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রতারিত করে না, (তখন) কিন্তু এটা তারা উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের অন্তরে আছে ব্যাধি, অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, 'কারণ তারা মিথ্যাবাদী।'

(সুরা-আল-বাকারা : ৮-১০)

সুন্নাহ থেকে প্রমাণ :

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : ما من أحد يشهد ان اَشْهَدُ اَن لاَّ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدا عبده ورَسُوْله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار (اخرجه الشيخان)

অর্থ : মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তিই মনের বিশ্বাস নিয়ে এ মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ নেই আল্লাহ তাকেই জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন।'
(সহীহ বুখারী : ১২৮ ও সহীহ মুসলিম : ১৫৭)

ভালোবাসার প্রমাণ

আল্লাহ বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ (البقرة : 165)

অর্থ : 'আর কোন কোন লোক এমনও আছে, যে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার মতো তাদেরকে ভালোবাসে। কিন্তু যারা মু'মিন আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের ভালোবাসা প্রগাঢ়।'
(সূরা-আল-বাকারা : ১৬৫)

আল্লাহ আরও বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ (المائدة : 54)

অর্থ : 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য হতে কেউ তার দ্বীন হতে ফিরে গেলে সত্বর আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসেন আর তারাও তাঁকে ভালোবাসবে, তারা মু'মিনদের প্রতি কোমল আর কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, কোন নিন্দুকের নিন্দাকে তারা ভয় করবে না।' (সূরা-আল-মায়িদাহ : ৫৪)

সুন্নাহ থেকে প্রমাণ :

عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما و أن يحب المرء لا يحبه إلا لله و أن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار (متفق عليه)

অর্থ : 'হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে। আল্লাহ এবং তদীয় রসুল তার নিকট সবার চেয়ে প্রিয় হবে। সে মানুষকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালোবাসবে এবং আল্লাহ কর্তৃক কুফরী থেকে রক্ষা পাওয়ার পর সে তাতে ফিরে যাওয়াকে এমনভাবে ঘৃণা করে যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করে।

(সহীহ বুখারী : ১৬ ও সহীহ মুসলিম : ১৭৪)

আত্মসমর্পনের প্রমাণ

আল্লাহ বলেন :

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

(الزمر : 54)

অর্থ : 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও আর তাঁর অনুগত হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। (আযাব এসে গেলে) তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।' (সুরা-আয্-যুমার : ৫৪)

আল্লাহ্ আরও বলেন :

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ (النساء : 125)

অর্থ : 'সে ব্যক্তি অপেক্ষা দ্বীনে কে বেশি উত্তম যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করে, অধিকন্তু সে সৎকর্মশীল।' (সুরা-আন্-নিসা : ১২৫)

আল্লাহ আরও বলেন :

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (لقمان : 22)

অর্থ : 'যে কেউ আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণ করে আর সে সৎকর্মশীল, সে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মজবুত হাতল।' (সুরা-লুকমান : ২২)

আল্লাহ আরও বলেন :

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (النساء : 65)

অর্থ : 'কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে।' (সুরা-আন্-নিসা : ৬৫)

সুন্নাহ থেকে প্রমাণ : নবী (সা.) বলেছেন :

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

(ذكره النووى فى الاربعين و عزاه الى كتاب الحجة و صحح اسناده)

অর্থ : 'তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত বিষয়ের অনুগত হবে।' (ইমাম নববী তার চল্লিশ হাদিসে [১] উল্লেখ করেছেন এবং কিতাবুল হুজ্জাহর উদ্ধৃতি দিয়ে তার সনদকে সহীহ বলেছেন।)

এটিই হচ্ছে পরিপূর্ণ আনুগত্য।

কবুল করার প্রমাণ

আল্লাহ বলেন :

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (الزخرف : 23-25)

---

১. কোন কোন হাদিস সমালোচক এর সনদকে দুর্বল বলেছেন। দেখুন মিশকাতুল মাছাবীহ, তাহক্বীক আলবানী (কিতাবুল ঈমান পৃ: ১৬৭)

অর্থ : 'এভাবে তোমার পূর্বে যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী (নবী-রসুল) পাঠিয়েছি, তখনই তাদের সম্পদশালী লোকেরা বলেছে–আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক ধর্মমত পালনরত পেয়েছি আর আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। তখন সেই সতর্ককারী বলত-তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে যে ধর্মমতের উপর পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের কাছে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট ধর্মমত নিয়ে আসি (তবুও কি তোমরা তাদেরই অনুসরণ করবে)? তারা বলত : তোমাদেরকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। অতঃপর আমি তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম, এখন দেখ, মিথ্যুকদের পরিণতি কী হয়েছিল।'

(সূরা-আয-যুখরুফ : ২৩-২৫)

আল্লাহ আরও বলেন :

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ (الصافات 35-36)

অর্থ : 'তাদেরকে যখন আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই বলা হত, তখন তারা অহংকার করত। আর তারা বলত, আমরা কি এক পাগল কবির কথা মেনে আমাদের ইলাহ্গুলোকে ত্যাগ করব?' (সূরা-আছ্-ছাফ্ফাত : ৩৫-৩৬)

সুন্নাহ থেকে প্রমাণ :

عن أبي موسى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى و العلم كمثل الغيث الكثيرأصاب ارضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء و العشب الكثير و كانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا و سقوا رزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله و نفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به (متفق عليه)

অর্থ : আবু মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ আমাকে যে হেদায়েত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন সেটি প্রবল বর্ষণের মতো। যে ভূমি পরিস্কার ও উর্বর সেটি ওই বৃষ্টির পানি গ্রহণ করে প্রচুর ঘাস ও শস্য উৎপন্ন করে থাকে। আর যে ভূমি শক্ত তা ওই পানিকে ধরে রাখে, তা দিয়ে আল্লাহ মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেন। তারা নিজেরা সে পানি পান করে, পশুপালকে পান করায় এবং সেচ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ফসল উৎপন্ন করে থাকে। এর মধ্যে অন্য প্রকার অনুর্বর ভূমি রয়েছে যা বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে পারে না। ঘাসও উৎপন্ন করতে পারে না। প্রথম উদাহরণ হচ্ছে সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আল্লাহর দ্বীনের অন্তর্নিহিত জ্ঞান অর্জন করে যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং আল্লাহ তাকে আমার সঙ্গে প্রেরিত বস্তুর মাধ্যমে উপকৃত করেন ফলে তা নিজে শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। তৃতীয় উদাহরণ হচ্ছে ওই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে সেটির দিকে মাথা উঠিয়ে দৃষ্টিপাত করে না এবং আমাকে আল্লাহর যে হেদায়েত দিয়ে পাঠানো হয়েছে তা গ্রহণ করে না।'

(সহীহ বুখারী : ৭৯ ও সহীহ মুসলিম : ৬০৯৩)

ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

(অর্থাৎ যে সকল কাজের মাধ্যমে একজন মুসলিম কাফির-মুরতাদ হয়ে যায়)

জেনে রাখুন, প্রসিদ্ধ ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ দশটি :

প্রথম : আল্লাহর ইবাদতে শির্‌ক করা। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন :

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاء (النساء : 48)

অর্থ : 'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না। এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করেন।' (সুরা-আন্-নিসা : ৪৮)

আল্লাহ আরও বলেন :

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (المائدة : 72)

অর্থ : 'যে ব্যক্তি **আল্লাহর সঙ্গে অংশীস্থাপন করে তার জন্য** আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত হারাম **করে দিয়েছেন আর তার আবাস হল জাহান্নাম।** যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।' (সুরা-আল-মায়িদাহ : ৭২)

শির্কের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর উদ্দেশ্যে পশু কুরবানী করা। যেমন জ্বীন অথবা কবরের উদ্দেশ্যে পশু কুরবানী করা।[২]

---

২. আল্লাহ বলেন : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (الكوثر : 2)

অর্থ : 'তোমার প্রতিপালকের জন্য সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।' (সুরা-আল-কাওসার : ২)

নবী মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন : لعن الله من ذبح لغير الله (رواه مسلم

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত আর কারো জন্য পশু যবেহ করে তার প্রতি আল্লাহ অভিশম্পাত করেছেন। (সহীহ মুসলিম : ৫২৪০)

সুতরাং এ পশু জবাই বা কুরবানী যদি কোন ব্যক্তি ও বস্তুর উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে তবে তা বড় শির্ক বলে গণ্য হবে।

অনুরূপভাবে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট দোয়া করা, সাহায্য চাওয়া, কাউকে ভয় করা, অন্যের উপর ভরসা করা, অন্যের আইনে বিচার-ফায়সালা চাওয়া, অন্যের উদ্দেশ্যে মানত করা, অন্যকে উপকার ও অপকারের মালিক মনে করা, আল্লাহর যেমন ক্ষমতা, অন্য কারো এরূপ ক্ষমতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি সবই শির্ক। উল্লেখিত বিষয়গুলির দলিল নিম্নরূপ :

আল্লাহ বলেন : وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (الجن : 18)

অর্থ : 'আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য, সুতরাং তার সাথে আর কাউকেও আহবান করো না' (সুরা-আল-জ্বীন : ১০)

আল্লাহ আরও বলেন : قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (الجن : 20)

অর্থ : 'বলুন : শুধু আমার প্রতিপালকের নিকটেই দোয়া করি আর তার সাথে কাউকেও শরীক করি না।' (সুরা-আল-জ্বীন : ২০)

নবী (সা.) বলেছেন : الدعاء هو العبادة (ابو داود - 1329)

'দোয়াই হচ্ছে ইবাদাত।' (সুনান আবূ দাউদ ১৩২৯, আলবানীর মতে সহীহ)

সুতারাং দোয়া আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট করা যাবে না।'

আল্লাহ বলেন : اِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

দ্বিতীয় : যে ব্যক্তি নিজের এবং আল্লাহর মধ্যে মাধ্যম সাব্যস্ত করল, তাদের ডাকল, সুপারিশ কামনা করল, তাদের উপর ভরসা করল সে সকলের ঐক্যমতে কুফরী করল।[৩]

'(তোমরা বল) আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য চাই।'
(সুরা-আল-ফাতিহা)

নবী মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন :

إذا سألت فاسئل الله و إذا استعنت فاستعن بالله (رواه احمد و الترمذى)

'যখন কিছু চাইবে আল্লাহর নিকট চাইবে এবং যখন সাহায্য ভিক্ষা করবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য ভিক্ষা করবে।' (মুসনাদে আহমাদ : ২৭৬৩ ও সুনানে তিরমিযী : ২৫১৬, আলবানীর মতে সহীহ)

আল্লাহ বলেন : فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (آل عمران : 175)

'খবরদার তোমরা তাদেরকে ভয় করবে না, আমাকে ভয় করবে যদি তোমরা মু'মিন হও।'
(সুরা-আ'লি-ইমরান : ১৭৫)

সুতরাং, আল্লাহর চাইতে অন্য কাউকে বেশি ভয় পাওয়াও এক প্রকার শিরক।

আল্লাহ আরও বলেন : وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (المائدة : 23)

অর্থ : 'আর শুধু আল্লাহর উপরই ভরসা কর যদি মু'মিন হয়ে থাক।' (সুরা-আল-মায়িদাহ : ২৩)

আল্লাহ বলেন :

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (البقرة : 270)

অর্থ : 'আর তোমরা যা ব্যয় কর অথবা মান্নত কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন, আর স্বেচ্ছাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সুরা-আল-বাকারাহ : ২৭০)

আল্লাহ আরও বলেন :

إِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ (يونس : 107)

অর্থ : 'আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদে আক্রান্ত করেন তাহলে তিনি ব্যতীত কেউ নেই তা অপসারণকারী, আর যদি তিনি তোমাকে কল্যাণ দানে ধন্য করেন তাহলে কেউ নেই তার অনুগ্রহ ফিরাবার।' (সুরা-ইউনুস : ১০৭)

৩. দলিল–আল্লাহ বলেন :

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (يونس : 18)

তৃতীয় : যে ব্যক্তি মুশরিকদের কাফির মনে করে না অথবা তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে অথবা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করে সে কুফরী করল।[৪]

চতুর্থ : যে ব্যক্তি মনে করে যে, অন্যের হেদায়েত (পথ নির্দেশনা) নবী (সা.) এর হেদায়েতের চেয়ে পরিপূর্ণ অথবা অন্যের আইন-বিধান নবীর আইন-

---

'আর তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে ইবাদত করে এমন কিছুর যা না পারে তাদের কোন ক্ষতি করতে, আর না পারে কোন উপকার করতে। আর তারা বলে, এগুলো আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে সুপারিশকারী। বল, তোমরা কি আল্লাহ্কে এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও আকাশমণ্ডলীতে যার অস্তিত্ব সম্পর্কে না কিছু তিনি জানেন, আর না জানেন যমীনে থাকা সম্পর্কে। মহান পবিত্র তিনি, তোমরা যা কিছুকে তাঁর শরীক গণ্য কর তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে।' (সূরা-ইউনুস : ১৮)

আল্লাহ অন্যত্র আরও বলেন :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (الزمر : 3)

অর্থ : 'যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে তারা বলে–আমরা তাদের ইবাদত একমাত্র এ উদ্দেশেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যে পৌঁছে দেবে।' (সূরা-আয্-যুমার : ৩)

৪. দলিল–আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (المائدة : 17)

অর্থ : 'তারা কুফরী করেছে যারা বলে মাসীহ্ ইবনে মারইয়াম আল্লাহ।'

(সূরা-আল-মায়িদাহ : ১৭)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا - أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (النساء : 150-151)

অর্থ : 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলদেরকে অস্বীকার করে আর আল্লাহ ও রসুলদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় আর বলে (রসুলদের) কতককে আমরা মানি আর কতককে মানি না, আর তারা তার (কুফর ও ঈমানের) মাঝ দিয়ে একটা রাস্তা বের করতে চায়। তারাই হল প্রকৃত কাফির আর কাফিরদের জন্য আমি অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।'

(সূরা-আন্-নিসা : ১৫০-১৫১)

তাই আল্লাহ যাদেরকে কাফির বলেছেন, তাদেরকে সঠিক পথে আছে মনে করলে, তা কুফরী হবে।

বিধানের চেয়ে উত্তম। উদাহরণস্বরূপ যে ব্যক্তি ত্বাগুতের বিধানকে নবীর বিধানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে।[৫]

পঞ্চম : যে ব্যক্তি রসুল (সা.)-এর আনীত কোন বিধানকে ঘৃণা করলো সে কুফরী করলো–যদিও সে নিজে সে অনুযায়ী আমল করে।[৬]

ষষ্ঠ : যে ব্যক্তি রসুল (সা.)-এর দ্বীনের কোন অংশকে অথবা সওয়াব অথবা আযাব নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করলো সে কুফরী করলো। আল্লাহ বলেন :

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (التوبه : 65-66)

---

৫. দলিল–আল্লাহ বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا (النساء : 60-61)

অর্থ : 'তুমি কি সেই লোকেদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের এবং তোমার আগে অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান এনেছে বলে দাবী করে, কিন্তু তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, অথচ তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়। যখন তাদেরকে বলা হয়–তোমরা আল্লাহ্র অবতীর্ণ হুকুমের এবং রাসুলের দিকে এসো, তখন তুমি ওই মুনাফিকদেরকে দেখবে তারা তোমার থেকে ঘৃণা ভরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।'

(সুরা-আন্-নিসা : ৬০-৬১)

আল্লাহ আরও বলেন :

افَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة : 50)

অর্থ : 'তারা কি জাহিলী যুগের আইন বিধান চায়? দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আইন-বিধান প্রদানে আল্লাহ হতে কে বেশি শ্রেষ্ঠ?' (সুরা-আল-মায়িদাহ : ৫০)

৬. দলিল–আল্লাহ বলেন :

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم (محمد : 28)

'এর কারণ এই যে, তারা তারই অনুসরণ করে যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, আর তারা তাঁর সন্তোষকে অপছন্দ করে, ফলে তিনি তাদের সমস্ত আমল নষ্ট করে দিয়েছেন।'

(সুরা-মুহাম্মাদ: ২৮)

অর্থ : 'বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, তার নির্দশনসমূহ এবং তার রসুলকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলে? অযুহাত পেশ কর না। তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছ।' (সুরা-আত্-তাওবাহ্ : ৬৫-৬৬)

সপ্তম : যাদু। এর মধ্যে রয়েছে ভেলকিবাজী এবং ভালোবাসা সৃষ্টিকারী বলে কথিত পন্থা। যে ব্যক্তি এ কাজ করল অথবা এতে সন্তুষ্ট হল সে কুফরী করল।

এর প্রমাণ আল্লাহ বলেন :

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ (البقرة : 102)

অর্থ : 'তারা দু'জন কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে আমরা পরীক্ষা বৈ আর কিছু নই, অতএব, কুফরী কর না।' (সুরা-আল-বাকারাহ : ১০২)

অষ্টম : মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করা ও বিজয়ী করা।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ বলেন :

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (المائدة : 51)

অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদের অন্তর্ভূক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম জাতিকে হেদায়েত করেন না।' (সুরা-আল-মায়িদাহ : ৫১)

নবম : যে ব্যক্তি মনে করে যে, কিছু লোকের মুহাম্মাদ (সা.)-এর শরীয়ত থেকে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে, যেমন–খিযির (আ.), মূসা (আ.)-এর শরীয়ত থেকে বের হয়েছিলেন, সে কাফির।[৭]

---

৭. দলিল–আল্লাহ বলেন : إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران : 19)

অর্থ : 'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম।' (সুরা-আ'লি-ইমরান : ১৯)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন :

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران : 85)

অর্থ : 'আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইবে কক্ষনো তার সেই দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।' (সুরা-আ'লি-ইমরান : ৮৫)

দশম : আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া। দ্বীন শিক্ষা না করা ও তদনুযায়ী আমল না করা।

এর প্রমাণ—আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

(السجدة : 22)

অর্থ : 'তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দিয়ে উপদেশ দান করা হলে সে তাথেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? নিশ্চয় আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব।' (সুরা-আস্-সাজদাহ : ২২)

এ সব ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়ের ক্ষেত্রে অবহেলাকারী বা তামাশাকারী কিংবা ভয় প্রভাবিত এর মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। তবে যে ব্যক্তি নিরূপায় ও বাধ্য তার কথা ভিন্ন। এগুলো সবই অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সচরাচরই ঘটে থাকে। মুসলিমদের উচিত এগুলোকে ভয় করে চলা। যে সব কাজ আল্লাহর ক্রোধ এবং তার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে অপরিহার্য করে দেয় সেগুলো থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

রসুল (সা.) বলেছেন :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و الذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الامة يهودى و لا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بى و بما ارسلت به إلا كان من اصحاب النار (رواه مسلم)

অর্থ : 'ওই জাতের শপথ যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত রয়েছে, এই উম্মতের ইহুদী হোক আর খ্রিষ্টান হোক আমার সম্পর্কে শোনার পর যদি আমার প্রতি এবং আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করে তবে অবশ্যই সে জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে গণ্য হবে।' **(সহীহ মুসলিম : ৪০৩)**

জ্ঞাতব্য : ইসলাম ভঙ্গের কারণগুলোর একটি বা একাধিক কারণ কারো নিকট পাওয়া গেলেও তাকে কাফির বলা যাবে না যতক্ষণ কাফির হওয়ার শর্তাবলী ও প্রতিবন্ধকের কারণসমূহ সন্ধান না করা হবে।

তাওহীদ-এর প্রকারভেদ

প্রথম. রুবুবিয়্যাহ বা প্রভূত্বের তাওহীদ[৮] :

আল্লাহর রসুল (সা.)-এর যুগের কাফিররা এটা (কোন কোন অংশ) স্বীকার করেছিল কিন্তু এটি তাদের ইসলামে প্রবেশ করায় নি। আল্লাহর রসুল (সা.) তাদের সাথে লড়াই করেছেন। তাদের রক্ত এবং সম্পদকে হালাল জেনেছেন।

এ তাওহীদের প্রমাণ—আল্লাহ বলেন :

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ (يونس : 31)

অর্থ : 'তাদের জিজ্ঞেস কর, 'আকাশ আর যমীন হতে কে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে? কিংবা শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি কার মালিকানাধীন? আর মৃত থেকে জীবিতকে কে বের করেন আর কে মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? যাবতীয় বিষয়ের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ কার অধীনস্থ? তারা বলে উঠবে, আল্লাহ। তাহলে তাদেরকে বল, তবুও তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না?'

(সুরা-ইউনুস : ৩১)

দ্বিতীয়. তাওহীদ আল-উলুহিয়্যাহ বা ইবাদতে তাওহীদ[৯] :

এ ক্ষেত্রেই সে যুগে এবং এ যুগে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। এটি হচ্ছে বান্দার কাজের মাধ্যমে আল্লাহকে এক ও একক বলে মানা। যেমন : দোয়া, নযর-

---

৮. তাওহীদ রবুবিয়্যাহ হচ্ছে আল্লাহর কৃতকর্মে তাকে একক বিশ্বাস করা যেমন সৃষ্টি, রিযিকদান, জীবন দান, মৃত্যুদান, সমগ্র রাজ্য ও বিষয়াদি পরিচালনা করা ইত্যাদি।
(আকিদাহ নির্দেশিকা)

৯. ইবাদতে তাওহীদ হচ্ছে এই যে, যে সকল কাজের (ইবাদত ও আমলের) জন্য আল্লাহ বান্দাহদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাতে তার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করা, যেমন—সালাত, সাওম পশু জবাই (কুরবানী) মানত, সাহায্য চাওয়া সহ অন্যান্য ইবাদতসমূহ। অর্থাৎ সকল প্রকার ইবাদত কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। যে ব্যক্তি কোন এক প্রকারের ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সাব্যস্ত করবে, তিনি নবী, তিনি ফেরেশতা, কোন ওলি, দরবেশ হোন না কেন, সে কাফির মুশরিকে পরিণত হবে।

নিয়ায, কুরবানী, আশা, ভয়, ভরসা, অনুরাগ, বিরাগ, আনুগত্য। এগুলোর প্রত্যেকটি প্রকারের স্বপক্ষে কুরআন থেকে প্রমাণ রয়েছে।

তৃতীয়. তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাত বা নামসমূহ ও গুণাবলীর তাওহীদ[১০]:

আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (الاخلاص)

অর্থ : 'বল, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়, আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়।' (সুরা : আল-ইখলাস)

তিনি আরও বলেন :

وَلِلَّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (الاعراف: 180)

অর্থ : 'সুন্দর যত নাম সবই আল্লাহ্‌র জন্য। কাজেই তাঁকে ডাক ওই সব নামের মাধ্যমে। যারা তার নামের মধ্যে বিকৃতি ঘটায় তাদেরকে পরিত্যাগ কর। তারা যা করছে তার ফল তারা শীঘ্রই পাবে।' (সুরা-আল-আরাফ : ১৮০)

আল্লাহ্ আরও বলেছেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشورى: 11)

অর্থ : 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।'
(সুরা-আশ্-শূরা : ১১)

---

১০. নামসমূহ ও গুণাবলীর তাওহীদ হচ্ছে এই যে, কুরআন ও সুন্নাহ হতে আল্লাহর যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোকে কোন বিকৃতি, বিলুপ্তি, ধরণ পদ্ধতি, অপব্যাখ্যা ও তুলনা উপমা ছাড়া বিশ্বাস ও সাব্যস্ত করা। চাই গুণাবলীগুলো আচরণগত হোক চাই সত্ত্বাগত। যেমন আরশে সমুন্নত হওয়া, কথা বলা, ভালোবাসা, রাগ করা, হাসা, আল্লাহর হাত, পা, চেহারা, চক্ষু, মুষ্টি, আকার আকৃতি ইত্যাদি। আল্লাহকে নিরাকার মনে করা বা আল্লাহকে সর্বত্র বিরাজমান মনে করা এ প্রকার তাওহীদ বিরুদ্ধ ধারণা।

শির্ক[১১]

এটি তিন প্রকার : বড় শির্ক, ছোট শির্ক ও গুপ্ত শির্ক।

আল্লাহ বড় শির্ক ক্ষমা করেন না। শির্ক মিশ্রিত কোন নেক আমল কবুল করেন না।

আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন :

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا (النساء : 116)

অর্থ : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, এছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে, সে চরমভাবে গোমরাহীতে পতিত হল।' (সূরা আন-নিসা : ১১৬)

আল্লাহ আরও বলেন :

وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (المائدة : 72)

অর্থ : 'মাসীহ তো বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশীস্থাপন করে তার জন্য আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আর তার আবাস হল জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।' (সূরা-আল-মায়িদাহ : ৭২)

আল্লাহ আরও বলেন :

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا (الفرقان : 23)

অর্থ : 'তারা (দুনিয়ায়) যে আমাল করেছিল আমি সেদিকে দৃষ্টি দিব, অতঃপর তাকে বানিয়ে দেব ছড়ানো ছিটানো ধূলিকণা (সদৃশ)।'

(সূরা-আল-ফুরক্বান : ২৩)

---

১১. আল্লাহর রুবুবিয়াত (রব হিসেবে কাজসমূহ), উলুহিয়্যাত (ইবাদাতে) এবং নাম ও গুণাবলীর কিছু অংশে কোন ব্যক্তি, বস্তু বা মতবাদকে শরীক করা।

আল্লাহ আরও বলেন :

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (الزمر :65)

অর্থ : 'তুমি যদি (আল্লাহ্র) শরীক স্থির কর, তাহলে তোমার কর্ম অবশ্য অবশ্যই নিস্ফল হয়ে যাবে, আর তুমি অবশ্য অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (সুরা-আয্-যুমার : ৬৫)

আল্লাহ আরও বলেন :

وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (الانعام :88)

অর্থ : 'তারা যদি শির্ক করত তবে তাদের সব কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে যেত।'
(সুরা-আল-আন্আম : ৮৮)

বড় শির্ক-এর প্রকারভেদ

প্রথম প্রকার. দোয়া বা আহবানে শির্ক :

এর প্রমাণ আল্লাহ বলেন :

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (العنكبوت : 65)

অর্থ : 'তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে একনিষ্ঠ হয়ে তারা আল্লাহ্কে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে নিরাপদে স্থলে পৌছে দেন, তখন তারা (অন্যকে আল্লাহ্র) শরীক করে বসে।'
(সুরা-আল-আনকাবুত : ৬৫)

দ্বিতীয় প্রকার. নিয়ত, ইচ্ছা ও সংকল্পে শিরক :

আল্লাহ বলেন :

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (هود : 15-16)

অর্থ : 'যারা এ দুনিয়ার জীবন আর তার শোভা সৌন্দর্য কামনা করে, তাদেরকে এখানে তাদের কর্মের পুরোপুরি ফল আমি দিয়ে দেই, আর তাতে তাদের প্রতি কোন কমতি করা হয় না। কিন্তু আখিরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নাই, এখানে যা কিছু তারা করেছে তা নিস্ফল হয়ে গেছে, আর তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ব্যর্থ হয়ে গেছে।' (সুরা-হূদ : ১৫-১৬)

তৃতীয় প্রকার. আনুগত্যের শিরক :

আল্লাহ বলেন :

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (التوبة : 31)

অর্থ : 'আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তারা তাদের আলিম আর দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে; আর মারইয়াম-পুত্র মাসীহ্কেও। অথচ তাদেরকে এক ইলাহ ব্যতীত (অন্যের) ইবাদাত করার আদেশ দেয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, প্রশংসা আর মহিমা তাঁরই, (বহু উর্ধ্বে তিনি) তারা যাদেরকে (তাঁর) অংশীদার গণ্য করে তাথেকে।' (সুরা-আত্-তাওবাহ : ৩১)

এ আয়াতের সঠিক তাফসীর হচ্ছে, নাফরমানী ও অবাধ্যতার কাজে আলিম ও আবিদদের (ইবাদাতকারীদের) আনুগত্য করা; তাদের ডাকাই শুধু উদ্দেশ্য নয়। যেমনটি নবী মুহাম্মাদ (সা.) আদী বিন হাতিম (রা.) কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হওয়ার ফলে ব্যাখ্যা করেছেন। আদী বলেছিলেন, 'আমরা তাদের ইবাদাত করতাম না। রসুল (সা.) তাকে বললেন যে, তাদের ইবাদাত হচ্ছে আল্লাহর হালাল-হারামকে পরিবর্তন করার পর, তাদেরকে মেনে নেওয়া।

চতুর্থ প্রকার. মুহাব্বত বা ভালোবাসায় শির্ক :

আল্লাহ বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ (البقرة : 165)

অর্থ : 'আর কোন কোন লোক এমনও আছে, যে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ্কে ভালোবাসার মত তাদেরকে ভালোবাসে।' (সুরা-আল-বাকারাহ : ১৬৫)

ছোট শির্ক

ছোট শির্ক : এটি হচ্ছে রিয়া বা লোক দেখানোর ইচ্ছা।

আল্লাহ বলেন :

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

(الكهف : 110)

অর্থ : 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ আমল করে আর তার প্রতিপালকের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।'

(সুরা-কাহাফ : ১১০)

গোপন শির্ক

গুপ্ত বা সুক্ষ্ম শির্ক : নবী মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন :

الشرك فى هذه الامة اخفى من دبيب النملة على صفاة سوداء فى ظلمة الليل"

(صحيح الجامع الصغير 233/3)

অর্থ : 'এ উম্মতের শির্ক রাতের আঁধারে কালো পাথরের উপর কালো পিঁপড়ের পদচারণার চেয়েও গুপ্ত বা সুক্ষ্ম।' (সহীহুল জামে আছ্ছগীর ৩/২৩৩)

এর কাফ্ফারাহ হচ্ছে :

اللّٰهُمَّ انى اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا و أنا أعلم و أستغفرك من الذنب الذى لا أعلم (صحيح الجامع الصغير 233/3)

অর্থ : 'হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি জেনে শুনে তোমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং না জেনে করা শির্কের জন্য তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' (সহীহুল জামে সগীর ৩/২৩৩)

কুফর-এর প্রকারভেদ

বড় কুফর :

এটি এমন কুফ্র যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। এটি পাঁচ প্রকার :

এক. মিথ্যা আরোপ করার কুফর।

আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ (العنكبوت : 68)

অর্থ : 'তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে যে আল্লাহ্র সম্বন্ধে মিথ্যে রচনা করে আর প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করে যখন তা তাঁর নিকট থেকে আসে? কাফিরদের আবাস স্থল কি জাহান্নামের ভিতরে নয়?' (সুরা-আল-আনকাবূত : ৬৮)

দুই. সত্য বলে মেনে নেওয়ার পরও অহংকার এবং অস্বীকারজনিত কুফ্র।

আল্লাহ বলেন :

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (البقرة : 34)

অর্থ : 'যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সেজদাহ কর, তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সেজদাহ্ করল, সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল, কাজেই সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।' (সুরা-আল-বাকারাহ : ৩৪)

তিন. সন্দেহ জনিত কুফ্র। এটি হচ্ছে ধারণা সম্পর্কিত কুফ্র।

আল্লাহ বলেন :

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ، لَّكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (الكهف : 35-38)

অর্থ : 'নিজের প্রতি যুল্‌ম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমি ধারণা করি না যে, এটা কোনদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে কিয়ামাত হবে। আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে নেওয়াই হয়, তাহলে অবশ্য অবশ্যই আমি পরিবর্তে আরও উৎকৃষ্ট স্থান পাব। কথার প্রসঙ্গ টেনে তার সাথী বলল, তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর শুক্র-কীট হতে, অতঃপর তোমাকে পূর্ণাঙ্গ দেহসম্পন্ন মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন? (আর আমার ব্যাপারে কথা হল) সেই আল্লাহ্‌ই আমার প্রতিপালক, আমি কাউকে আমার প্রতিপালকের শরীক করব না।' (সুরা-আল-কাহাফ : ৩৫-৩৮)

চার. বিমুখতা জনিত কুফ্‌র। আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ (الاحقاف : 3)

অর্থ : 'কিন্তু কাফিরগণ, যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয় তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।' (সুরা-আল-আহক্বাফ : ৩)

পাঁচ. নিফাক বা কপটতা জনিত কুফ্‌র। আল্লাহ বলেন :

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (المنافقون : 3)

অর্থ : 'তার কারণ এই যে, তারা ঈমান আনে, অতঃপর কুফুরী করে। এজন্য তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে তারা কিছুই বুঝে না।' (সুরা-আল-মুনাফিকুন : ৩)

ছোট কুফ্‌র :

এটি মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না। এটি হচ্ছে নিয়ামতের কুফ্‌র। আল্লাহ বলেন :

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ (النحل : 112)

অর্থ : 'আল্লাহ এক জনবসতির দৃষ্টান্ত পেশ করছেন যা ছিল নিরাপদ, চিন্তা-ভাবনাহীন। সবখান থেকে সেখানে আসত জীবন ধারণের পর্যাপ্ত উপকরণ।

অতঃপর সে জনপদ আল্লাহ্‌র নিয়ামতরাজির কুফুরী করল, অতঃপর আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের কারণে ক্ষুধা ও ভয়-ভীতির মুসিবত তাদেরকে আস্বাদন করালেন।' (সুরা-আন্‌-নাহল : ১১২)

নিফাক (কপটতা)-এর প্রকারভেদ

আকিদাগত নিফাক :

আকিদাগত নিফাক ছয় প্রকার। এ শ্রেণীর মুনাফিক জাহান্নামের অতল তলের অধিবাসী :

প্রথম : রসুল (সা.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

দ্বিতীয় : রসুল (সা.)-এর আনীত ওহীর কিছু অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

তৃতীয় : রসুল (সা.) এর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা।

চতুর্থ : রসুল (সা.) আনীত বিধানের কিছু অংশের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

পঞ্চম : রসুল (সা.) আনীত দ্বীনের অবনতিতে খুশি হওয়া।

ষষ্ঠ : রসুল (সা.) আনীত দ্বীনের বিজয়কে অপছন্দ করা।

আমলগত নিফাক :

আমলগত নিফাক পাঁচ প্রকার। রসুল (সা.) বলেছেন :

آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان (متفق عليه)

অর্থ : 'মুনাফিকের (কপটের) লক্ষণ তিনটি : যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে। যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় সেটির খেয়ানত করে।' (সহীহ বুখারী : ৩৩ ও সহীহ মুসলিম : ২২০)

আরেক বর্ণনায় আছে : واذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر

অর্থ : 'যখন ঝগড়া করে অশ্লীল কথা বলে। যখন সন্ধি করে তা ভঙ্গ করে।'
(সহীহ বুখারী : ২৩২৭ ও সহীহ মুসলিম : ২১৯)

সকল প্রকার তাগুতকে অস্বীকার করা

জেনে রাখুন, (আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া বর্ষণ করুন) আল্লাহ তাআ'লা আদম সন্তানের উপর প্রথম যে জিনিসটি ফরয করেছেন তা হচ্ছে তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা।

আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ (النحل : 36)

অর্থ : 'প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসুল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর আর তাগুতকে বর্জন কর।' (সূরা-আন-নাহল : ৩৬)

তাগুতকে অস্বীকার করার ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর ইবাদাতকে বাতিল ও অন্তঃসারশূন্য বলে বিশ্বাস করা। এটি পরিত্যাগ করা। এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারোর বা কোন কিছুর ইবাদাত করে তাদের কাফির বলে বিশ্বাস করা এবং তাদেরকে শত্রু জ্ঞান করা। আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রকৃত ইলাহ নেই-একথা বিশ্বাস করা, আল্লাহর জন্যই সকল প্রকার ইবাদাতকে নিখাদ ও নির্ভেজাল করা, তিনি ছাড়া যত ইলাহ আছে তাদের ইবাদাতকে অস্বীকার করা, মুখলিছ (একনিষ্ঠ ও নির্ভেজাল) লোকদের ভালবাসা এবং তাদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করা। মুশরিকদের ঘৃণা করা এবং তাদেরকে শত্রু বলে বিশ্বাস করা। এটাই হচ্ছে মিল্লাতে ইবরাহীমের সারমর্ম। যারা তা থেকে বিমুখ হয়েছে তারা নিজেদের বোকা বানিয়েছে।

এ আদর্শ সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ (الممتحنة : 4)

অর্থ : 'ইব্‌রাহীম ও তার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে তোমাদের জন্য আছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল—তোমাদের সঙ্গে আর

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদাত কর তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি। আমাদের আর তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেছে যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান না আনবে।' (সুরা-আল-মুমতাহিনাহ : ৪)

তাগুতের অর্থ ও এর প্রধান প্রধান প্রকারসমূহ

'তাগুত' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার ইবাদাত অনুসরণ ও অনুকরণ করা হয় এবং এতে সে সন্তুষ্ট থাকে তাকেই 'তাগুত' বলা হয়। তাগুত অনেক প্রকারের, তন্মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঁচটি।

প্রথম. শয়তান : যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বা কোন কিছুর ইবাদাত করতে আহবান করে।

আল্লাহ বলেন :

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (يس : 60)

অর্থ : 'হে আদম সন্তান, আমি কি তোমাদের বলে রাখিনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদাত করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।'
(সুরা-ইয়াসীন : ৬০)

দ্বিতীয়. আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী যালিম শাসক।

আল্লাহ বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا (النساء : 60)

অর্থ : 'তুমি কি সেই লোকেদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের এবং তোমার আগে অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান এনেছে বলে দাবী করে, কিন্তু তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, অথচ তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়।' (সুরা-আন্-নিসা : ৬০)

তৃতীয় : যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান অনুযায়ী শাসন-বিচার করে।[১২]

---

১২. এ বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ :

এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি উক্তির কারণে অনেকেই সঠিকভাবে ব্যাপারটি বুঝতে ভুল করেন। উক্তিটি এরকম :

عن طاؤس عن عباس فى قوله "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ " قال ليس بالكفر الذى تذهبون إليه ، رواه الحاكم فى مستدركه من حديث سفيان بن عيينة و قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (انظر ابن كثير 85-86)

ত্বা'উস ইবনু আব্বাস থেকে উল্লেখিত আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, আয়াতে উল্লেখিত 'কুফর' বলতে তোমরা যা মনে করে থাকো তা নয়। এ বর্ণনাটি আল-হাকিম আল-মুসতাদরাকে সুফইয়ান বিন উইয়াইনার বরাতে উদ্ধৃত করেছেন এবং বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্ বলেছেন। (তাফসীর ইবনু কাসীর ২/৮৫-৮৬)

এই আছারের উপর ভিত্তি করে অনেকে আল্লাহর অবতীর্ণ আইন-বিধান ব্যতীত শাসন ও বিচার-ফায়সালার শুধুমাত্র পাঁচটি অবস্থা উল্লেখ করেছেন, (১) যে মানব রচিত আইন-বিধানকে আল্লাহর বিধানের চেয়ে উত্তম ও উপযোগী মনে করবে সে প্রকৃত কাফির (২) যে ব্যক্তি উভয় প্রকার আইন-বিধানকে সমানভাবে বৈধ মনে করবে সে প্রকৃত কাফির (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন-বিধানকে উত্তম বিশ্বাস করতঃ মানব রচিত আইন-বিধান দ্বারা শাসন করা বৈধ মনে করে সেও প্রকৃত কাফির (৪) যে ব্যক্তি মানব রচিত আইন-বিধানকেই আল্লাহর আইন-বিধান বলে দাবী করবে সেও প্রকৃত কাফির (৫) যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর আইন-বিধান দ্বারা শাসন করাই উত্তম ও কর্তব্য এবং মানব রচিত আইন-বিধান দ্বারা শাসন করা অবৈধ ও বর্জনীয় কিন্তু পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার চাপের মুখে তা বাস্তবায়ন করতে পারে না। এ ব্যক্তি ছোট ও অপ্রকৃত কাফির। এর মাধ্যমে সে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হবে না। (দেখুন আল-উরওয়াতুল উছক্বা ১৬৭-১৬৮)

দেখা যায় অনেকে বড় কুফরীকে শুধুমাত্র অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত করেন। কিন্তু তারা ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অন্যান্য উক্তি কিংবা একই ব্যাপারে অন্যান্য সালাফদের উক্তিকে খেয়াল রাখতে ভুলে যান। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর একটি উক্তি হচ্ছে :

أخرج وكيع في أخبار القضاة (41/1): حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال أخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :" سئل ابن عباس عن قوله { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال: كفى به كفره ". وهذا الأثر صحيح الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما ؛ رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ وكيع: الحسن بن أبي الربيع الجرجاني وهو ابن الجعد العبدي. قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي وهو صدوق ، وذكره ابن حبان في الثقات [انظر تهذيب التهذيب 515/1] ، وقال الحافظ في التقريب (505/1) : "صدوق".

ইমাম ওয়াকি (র.) 'আখবারুল কুদা' (১/৪১)-এ বর্ণনা করেন : আল হাসান বিন আবি রাব্বিয় আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমাকে আব্দুর রাজ্জাক মুয়া'মার হতে, তিনি ইবনে তাউস হতে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস (রা.)-কে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করেনা, তারাই কাফির'-এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : 'এটা যথেষ্ট কুফর।'

ইবনে আব্বাস (রা.) পর্যন্ত এই সনদটি সহীহ। এর সকল ব্যক্তিই (বুখারী-মুসলিমের রাবীদের অন্তর্ভূক্ত) সহীহ, শুধুমাত্র ওয়াকি এর শায়খ, আল হাসান বিন আবি রাবিয়' ব্যতীত। আর তিনি হলেন ইবনে আল জায়'দ আল আ'বদি। ইবনে আবি হাতিম বলেন, 'আমি আমার পিতার সাথে তার কাছ থেকে শুনেছি তিনি সত্যবাদী।' ইবনে হিব্বান তাকে 'আল সিকাহ' তে উল্লেখ করেছেন (তাহজীব আত্ তাহজীব : ১/৫১৫)। হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলেছেন, তিনি সত্যবাদী।' (আত্-তাকরীব ১/৫০৫)

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর, 'এটা যথেষ্ট কুফর' কথা থেকে বুঝা যায় এ কাজ বড় কুফরী।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে :

وأخرج أبويعلى في مسنده (5266) عن مسروق قال : " كنت جالساً عند عبدالله (يعني ابن مسعود) فقال له رجل : ما السحت ؟ قال : الرشا. فقال : في الحكم ؟ قال: ذاك الكفر ثم قرأ {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} "

-وأخرجه البيهقي (139/10) ووكيع في أخبار القضاة(52/1) ، وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2/ 250) ونسبه لمسدد ، ونقل الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على المطالب العالية قول البوصيري : " رواه مسدد وأبويعلى والطبراني موقوفاً بإسناد صحيح والحاكم وعنه البيهقي ..." .

ইমাম আবু ইয়ালা মাসরুক হতে বর্ণনা করে, 'আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট বসা ছিলাম, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'সুহ্ত' (অবৈধ উপার্জন) কি? তিনি বললেন, 'এটা হচ্ছে ঘুষ', সে বললো, 'বিচার কাজে'? তিনি বললেন, 'এটা যথেষ্ট কুফরী'।-

মুসানাদে আবু ইয়ালা (৫২৬৬), ইমাম বায়হাকী (১০/১৩৯), ইমাম ওয়াকি-এর 'আখবারুল কুদা' (১/৫২), হাফিজ ইবনে হাজার (র.) 'মাতালিবুল আলিয়া' (২/২৫০)-তে বর্ণনা করেন এবং 'মুসাদ্দাদ'-এর প্রতি সম্পর্কিত করেন। এছাড়াও শাইখ হাবিবুর রাহমান আল-আজামী 'মাতালিবুল আলিয়া'-এর টীকায় 'আল-বুসিরি'-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করেন, 'মুসাদ্দাদ, আবু ইয়ালা ও তাবরানী সহীহ সূত্রে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আল-হাকিম এবং তাঁর থেকে আল-বায়হাকী বর্ণনা করেছেন।' এছাড়াও ইবনে কাসীর সুরা-আল-মায়িদাহ : ৪৪ আয়াতের তাফসীরে তা বর্ণনা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে 'হুকুম'-এর তিনটি ভাগ রয়েছে :

ক. আইন প্রণয়ন করা : আইন-এর মাধ্যমে হালাল-হারাম নির্ধারণ করা যা ইতিমধ্যে ইসলামী শরীয়াতে নির্ধারিত আছে। এটা শুধুমাত্র আল্লাহর অধিকার। যে কেউ এ কাজ করবে, সে নিঃসন্দেহে শিরকে-এ লিপ্ত হবে এবং সে কাফির।

وَالْإِنْسَانُ مَتَى حَلَّلَ الْحَرَامَ - الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ - أَوْ حَرَّمَ الْحَلَالَ - الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ - أَوْ بَدَّلَ الشَّرْعَ - الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ - كَانَ كَافِرًا مُرْتَدًّا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ .- (مجموع الفتاوى)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন, 'যে ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে হারামকে (অননুমোদিত) হালাল (অনুমোদিত) করে, কিংবা সর্বসম্মতিমে হালালকে হারাম করে, অথবা সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শরীয়াতকে প্রতিস্থাপন করে, সে আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে কাফির।' (মাজমু আল ফাতাওয়া : ৩/২৬৭)

খ. মানব রচিত আইন দ্বারা শাসন / বিচার করা :

১. সর্বদা আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য আইনে বিচার করা : এটা ইসলামী শরীয়াত পরিবর্তনের শামিল। এই ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ শাকির (র.) বলেন :

إن في الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لاخفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام ـ كأننا من كان ـ في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه– (عمدة التفسير لأحمد شاكر)

'মানব রচিত আইনের এই ব্যাপারটি সূর্যের আলোর মতো পরিস্কার। এটা পরিস্কার কুফ্‌রী এবং এর মধ্যে লুকানো কিছু নেই, যারা ইসলামের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে, তাদের জন্য এ অনুযায়ী কাজ করা অথবা এর কাছে আত্মসমর্পণ করা অথবা একে স্বীকার করার কোন অজুহাত নেই, সে যে কেউ হোক না কেন। তাই সবাইকেই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে

আল্লাহ বলেন :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدة : 44)

হবে এবং প্রত্যেকে নিজের জন্য দায়ী থাকবে। তাই আলিমরা পরিস্কারভাবে সত্যকে জানিয়ে দিবেন এবং কোন কিছু গোপন করবেন না, যা বলতে ইসলাম তাদেরকে নির্দেশ দেয়, তা বলে দিবেন।' (উমদাতুল তাফসীর-মুখতাছার তাফসীর ইবনে কাছীর : ৪/১৭৩-১৭৪)

২. **শরীয়া আইন অপরিবর্তনীয় রেখে, ব্যক্তি স্বার্থে মাঝে মাঝে আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য আইনে বিচার করা :** এই ব্যক্তি এখনো মুসলিম, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর প্রথম উক্তি এই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। সৌদি আরবের শরীয়া কাউন্সিলের প্রাক্তন গ্রান্ড মুফতী শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম (র.) বলেন :

وأما الذي قيل فيه : كفر دون كفر . إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصر وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة نحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة - (فتاوى ورسائل)

"আর 'কুফর দুনা কুফ্‌র' বলতে বুঝায়, যখন কোন বিচারক যে কোন ফায়সালার ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে বিচার করে এ অবস্থায় যে, সে জানে যে এ কাজের মাধ্যমে সে আল্লাহর অবাধ্য হচ্ছে, আল্লাহর হুকুমটাই এ ক্ষেত্রে সত্য (অধিক কল্যাণকর) এবং এ কাজ তার থেকে একবার কিংবা এরূপ অল্প সংখ্যক বার প্রকাশ পায়। এই ব্যক্তি বড় কুফ্‌রী করেনি। আর যারাই আইন প্রণয়ন করে, অন্যদেরকে তা মানতে বাধ্য করে, সেটা কুফরী যদিও তারা ভুল হয়ে যাওয়ার দাবী করে, যদিও আল্লাহর আইনকেই অধিক সত্য মনে করে, এটা হচ্ছে এমন কুফরী যাতে মানুষ দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়।" (আল-ফাতাওয়া : ১২/২৮০)

গ. **মানব রচিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা :** যদিও তারা আইন-প্রণয়ন করছে না, কিন্তু তারা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কুফরী আইন বাস্তবায়ন-প্রতিষ্ঠায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে ঐ আইনে বিচার-ফায়সালায় লিপ্ত। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

'যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে।' (সুরা-আন্-নিসা : ৭৬)

অর্থ : 'যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী শাসন করল না তারাই কাফির।' (সুরা-আল-মায়িদাহ : ৪৪)

চতুর্থ. যে ব্যক্তি গায়েবের জ্ঞানের দাবী করে।
আল্লাহ বলেন :

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (الجن : 26-27)

অর্থ : 'একমাত্র তিনিই অদৃশ্যের জ্ঞানী, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তাঁর মনোনীত রসুল ব্যতীত। কেননা তিনি তখন তাঁর রাসুলের আগে-পিছে পাহারাদার নিযুক্ত করেন।' (সুরা-আল-জ্বীন : ২৬-২৭)

আল্লাহ আরও বলেন :

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (الانعام : 59)

অর্থ : 'সমস্ত গায়বের চাবিকাঠি তাঁর কাছে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না, জলে-স্থলে যা আছে তা তিনি জানেন, এমন একটা পাতাও পড়ে না যা তিনি জানেন না। যমীনের গহীন অন্ধকারে কোন শস্য দানা নেই, নেই কোন ভেজা ও শুকনো জিনিস যা সুস্পষ্ট কিতাবে (লিখিত) নেই।'

(সুরা-আল-আন'আম : ৫৯)

পঞ্চম. আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার ইবাদাত করা হয় এবং সে ঐ ইবাদতে সন্তুষ্ট।

আল্লাহ বলেন :

وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (الانبياء : 29)

অর্থ : 'তাদের মধ্যে যে বলবে যে, তিনি ব্যতীত আমিই ইলাহ, তাহলে আমি তাকে তার প্রতিফল দেব জাহান্নাম। যালিমদেরকে আমি এভাবেই পুরস্কার দিয়ে থাকি।' (সুরা-আল-আম্বিয়া : ২৯)

জেনে রাখুন, মানুষ তাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে পারবে না।

আল্লাহ বলেন :

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة : 256)

অর্থ : 'যে ব্যক্তি মিথ্যে মা'বুদদেরকে (তাগুতকে) অমান্য করল এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনল, নিশ্চয়ই সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল যা ছিন্ন হওয়ার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞাতা। (সুরা-আল-বাকারাহ : ২৫৬)

মুহাম্মাদ (সা.)-এর দ্বীনই হচ্ছে সঠিক পথ এবং আবু জাহলের পথ ভ্রান্তির পথ। সুদৃঢ় হাতল হচ্ছে এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ নেই। এ সাক্ষ্য বাণীতে নেতিবাচক ও ইতিবাচক অস্বীকার উভয় দিকই রয়েছে। এই সাক্ষ্য আল্লাহ ছাড়া সকল সত্তার সকল প্রকার ইবাদাতকে অস্বীকার করে এবং সকল প্রকার ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করে, যার কোন অংশীদার নেই।

সকল প্রশংসা আল্লাহর যার অনুগ্রহে ভাল কাজগুলো সম্পন্ন হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা আমাদের সকলকে এ গ্রন্থের প্রতিটি বিষয়ে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন

প রি শি ষ্ট

শিরক সংক্রান্ত চারটি মূলনীতি

মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত্তামীমী (রহ.)

আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আল-আমীন এর কাছে দোয়া করি, যিনি পরম করুনাময় ও মহান আরশের অধিপতি, যেন আপনাকে (পাঠককে) দুনিয়া এবং আখিরাতে রক্ষা করেন, কল্যাণ ও রহমতের অধিকারী করেন এবং আপনাকে সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন—যারা আল্লাহর রহমত পেলে কৃতজ্ঞ হয়, বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করে ও গুনাহ হয়ে গেলে তাওবাহ্ করে। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়গুলো হচ্ছে রহমত ও সৌভাগ্যের প্রতীক।

হে পাঠক, আল্লাহ যেন আপনাকে তাঁর আনুগত্যের (ইসলামের) সঠিক পথের সন্ধান দেন। জেনে রাখুন, 'ইবাদাতে[১] একনিষ্ঠতা' (আল্ হানিফিয়া) হচ্ছে ইব্রাহীম (আ.)-এর দ্বীনের মূলনীতি, যার মানে হলো 'শুধু আল্লাহর এবং শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা, দ্বীনকে সম্পূর্ণভাবে তাঁর জন্য খালিস[২] করে দিয়ে।' যেমন আল্লাহ বলেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات : 56)

'আমার ইবাদাত ব্যতীত অন্য কোন কারণে আমি মানব ও জ্বীন জাতি সৃষ্টি করিনি।' (সুরা-আয্-যারিয়াত : ৫১ : ৫৬)

এখন আপনি জেনেছেন যে, মহান আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদাত করার জন্য। অতঃপর জেনে রাখুন যে, কোন ইবাদাতই আল্লাহর কাছে কবুল হবে না যদি তা তাওহীদ[৩] বর্জিত হয় (অর্থাৎ শিরক[৪]

---

১. ইবাদাত : ইবাদাত হচ্ছে এমন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কথা এবং কাজ যা আল্লাহ পছন্দ করেন আর অনুমোদন করেন। (আল উবুদিয়াহ, ইবনে তাইমিয়া)

২. 'আর তাদেরকে এছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে তারা একনিষ্টভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, দ্বীনকে শুধুমাত্র তাঁর জন্য খালিস করে দিয়ে।'
(সুরা-আল্-বাইয়্যিনাহ : ৯৮ : ৫)

৩. তাওহীদ : শাব্দিকভাবে তাওহীদ অর্থ একীকরণ। ইসলামী পরিভাষায়, রব হিসেবে আল্লাহর কাজসমূহ, তাঁর নাম ও গুণাবলী এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মানা এবং সবকিছু হতে আল্লাহকে আলাদা করে তাঁর ইবাদাত করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সবকিছুর ইবাদাত পরিত্যাগ করা হচ্ছে তাওহীদ।

৪. শিরক : এ হচ্ছে তাওহীদ-এর বিপরীত। রব হিসেবে, ইবাদাতে এবং আল্লাহর নাম ও গুণবলীতে অন্যকে শরীক করা হচ্ছে শিরক।

মিশ্রিত হয়)। যেমন সালাত কবুল হয় না যদি তা পবিত্রতা (ওজু, গোসল, আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ইত্যাদি) বর্জিত হয়। শিরক মিশ্রিত ইবাদাত নষ্ট হয়ে যায়[৫], ধ্বংস হয়ে যায়, পঁচে যায়। যেমনভাবে অপবিত্রতা (টয়লেট, স্ত্রী-মিলন ইত্যাদি) ওজুকে নষ্ট করে দেয়।

যখন এটা প্রমাণিত হলো যে, শিরক মিশ্রিত ইবাদাত দুষিত হয়, ধ্বংস হয়, কোন সুফল দেয় না, এই আমলসমূহ হারিয়ে যায় এবং শিরকে লিপ্ত লোকজন জাহান্নামের অধিবাসী হয়।[৬] তাই শিরক্‌কে ভালোভাবে জানা, শিরকমুক্ত থাকার গুরুত্ব ভালোভাবে উপলব্ধি করা আপনার জন্য একান্ত জরুরী। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন, তিনি আপনাকে এই জঞ্জাল হতে মুক্ত এবং নিরাপদ রাখেন, আর এই জঞ্জাল হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা (অংশীদার সাব্যস্থ করা), যে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (النساء : 48)

'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন এবং যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করল, সে এক মহা অপবাদ আরোপ করল।' (সুরা-আন্‌-নিসা : ৪ : ৪৮)

শিরক্‌কে ভালোভাবে বুঝার অন্যতম উপায় হচ্ছে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত চারটি মূলনীতি জানা। সেগুলি হলো :

প্রথম মূলনীতি : এই কথা জানা যে, যেসব কাফির-মুশরিকদের সাথে আল্লাহর রসুল (সা.) সংগ্রাম করেছেন তারা আল্লাহ কে রব[৭] বা প্রতিপালক

---

৫. 'আর তোমার কাছে এবং তোমার আগে যারা ছিল তাদের কাছে এ বিষয়ে ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, 'যদি তুমি আল্লাহর সাথে শিরক করো, তবে অবশ্যই তোমার সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।'

(সুরা-আয্‌-যুমার : ৩৯ : ৬৫)

৬. 'নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শিরক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং জাহান্নাম হবে তার বাসস্থান। আর সেদিন জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না।' (সুরা-আল-মায়িদাহ : ৫ : ৭২)

৭. রব : প্রতিপালক। যিনি সৃষ্টি করেন, রিযিক দেন, জীবন ও মৃত্যু দেন, সারাবিশ্ব পরিচালনা করেন-তিনিই হলেন রব।

হিসেবে মানতো কিন্তু একক ইলাহ[৮] (ইবাদাত পাওয়ার অধিকারী) হিসেবে মানতো না। (তারা আল্লাহর পাশাপাশি ফেরেশতা, নবী-রসুল, অলী-আউলিয়াদের মুর্তি, কবর, মাজার, আগুন, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদিরও ইবাদাত করতো)। 'আসলেই আল্লাহ হচ্ছেন : আমাদের রব বা প্রতিপালক'-তাদের এই কথার স্বীকৃতি তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করায়নি (বা তারা মুসলিম বলে স্বীকৃত হয়নি)। এ কথার প্রমাণ হচ্ছে নিম্নোক্ত আয়াত :

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ (يونس : 31)

'তাদের জিজ্ঞেস কর, 'আকাশ আর যমীন হতে কে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে? কিংবা শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি কার মালিকানাধীন? আর মৃত থেকে জীবিতকে কে বের করেন আর কে মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? যাবতীয় বিষয়ের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ কার অধীনস্থ?' তারা বলে উঠবে, "আল্লাহ"। তাহলে তাদেরকে বল, 'তবুও তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না?'[৯] (সুরা-ইউনুস : ১০ : ৩১)

দ্বিতীয় মূলনীতি : সকল যুগের কাফির-মুশরিকরা এ কথাই বলে যে, 'আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়া এবং তাদের শাফায়াত প্রাপ্তি ছাড়া অন্য কোন কারণে এসবের ইবাদাত করিনা এবং এদের কাছে যাই না।' (আমাদের Ultimate Aim হচ্ছে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া)[১০] কাফির-মুশরিকদের এ

---

৮. ইলাহ : যিনি ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র অধিকারী। বান্দার ভয়, ভালোবাসা, আশা, আনুগত্য ও সকল ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র অধিকারী যিনি।

৯. 'তুমি বলো এ পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে এসব কার? যদি তোমরা জানো। তারা বলবে, আল্লাহর। বলো তবে তোমরা কেন স্মরণ রাখো না? বলো, কে সাত আসমানের মালিক এবং কে আরশের মালিক? তারা সাথে সাথে বলবে, আল্লাহ। বলো, তবে কেন তোমরা মেনে চলো না? বলো, কে তিনি, যার হাতে সবকিছুর কর্তৃত্ব রয়েছে, আর কে নিরাপত্তা প্রদান করেন অথচ যাকে নিরাপত্তা পেতে হয় না, যদি তোমরা জানো? তারা সাথে সাথে বলবে, আল্লাহ। বলো, তবে কেমন করে তোমাদের সম্মোহন করা হয়েছে?' (সুরা-আল-মুমিনুন : ২৩ : ৮৪-৮৯)

১০. আমাদের যুগেও শিরকে লিপ্ত লোকজনও এই যুক্তি দেখায় যে, তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের এবং অলী-আউলিয়াদের শাফায়াত লাভের ইচ্ছায়ই এসব অলী-আউলিয়াদের মাজারে যায়, তাদের কাছে দোয়া করে, তাদের উরশ পালন করে, তাদের নামে কুরবানী দেয়, পাকা মাজারে হাত দিয়ে ঘষে ফয়েজ বা বরকত হাসিল করে ইত্যাদি।

পদ্ধতিতে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ এবং নেক বান্দাদের শাফায়াত লাভের বাসনায় তাদের ইবাদাত করার প্রমাণ হচ্ছে নিম্নের আয়াত :

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (الزمر : 3)

'জেনে রেখ, খালেস দ্বীন কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য। যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে তারা বলে– আমরা তাদের 'ইবাদাত একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে পৌঁছে দেবে। (সত্য পথ থেকে সরে গিয়ে মিথ্যে পথ ও মতের জন্ম দিয়ে) তারা যে মতভেদ করছে, আল্লাহ তার চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যেবাদী ও কাফির আল্লাহ তাকে সঠিক পথ দেখান না।' (সূরা-আয-যুমার : ৩৯ :৩)

এবং শাফায়াত প্রাপ্তির আশা করার প্রমাণ হলো নিম্নোক্ত আয়াত :

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (يونس : 18)

'আর তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে 'ইবাদাত করে এমন কিছুর যা না পারে তাদের কোন ক্ষতি করতে, আর না পারে কোন উপকার করতে। আর তারা বলে, "ওগুলো আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশকারী"। বল, "তোমরা কি আল্লাহ্‌কে এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও আকাশমণ্ডলীতে যার অস্তিত্ব সম্পর্কে না কিছু তিনি জানেন, আর না জানেন যমীনে থাকা সম্পর্কে। মহান পবিত্র তিনি, তোমরা যা কিছুকে তাঁর শরীক গণ্য কর তাথেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।' (সুরা-ইউনুস : ১০ : ১৮)

এবং শাফায়াত হচ্ছে দুই প্রকার। ১. নিষিদ্ধ বা হারাম শাফায়াত ২. শরীয়ত সম্মত শাফায়াত। হারাম বা নিষিদ্ধ শাফায়াত হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে যে শাফায়াত কামনা করা হয়, যদিও এ ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ক্ষমতা নেই। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আল-আমীনের নিম্নোক্ত বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة : 254)

'হে ঈমানদারগণ! আমার দেয়া জীবিকা থেকে খরচ কর সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন দর কষাকষি, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ কাজে আসবে না। বস্তুতঃ কাফিরগণই অত্যাচারী।' (সুরা-আল্-বাকারা : ২ : ২৫৪)

শরীয়ত সম্মত শাফায়াত হচ্ছে, শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে যে শাফায়াত কামনা করা হয়। আল্লাহ শাফায়াত লাভকারীকে শাফায়াতের মাধ্যমে সম্মানিত করেন। তার কথা ও আমলসমূহ আল্লাহর অনুমতি পাওয়ার পর তার সন্তুষ্টি লাভ করে ঠিক যেমন আল্লাহ বলেন : مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (البقرة: 255)

'কে আছে এমন যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?'[১১] (সুরা-আল্-বাকারা : ২ : ২৫৫)

তৃতীয় মূলনীতি : প্রকৃতপক্ষে মানুষ বহু কিছুর ইবাদাত করে। কেউ ফেরেশতার ইবাদাত করে, কেউবা নবী অথবা সৎ লোকদের ইবাদাত করে, কেউবা গাছ অথবা পাথরের আবার কেউবা সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদাত করে। নবী (সা.) এদের সবার বিরুদ্ধে সমানভাবে সংগ্রাম করেছেন, এদের ভেতর পার্থক্য করেননি। এর প্রমাণ হচ্ছে নীচের আয়াত :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الأنفال: 39)

'তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় আর দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যায়। অতঃপর তারা যদি বিরত হয় তাহলে তারা (ন্যায় বা অন্যায়) যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।' (সুরা-আনফাল : ৮ : ৩৯)

এবং মানুষ সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদাত করে, এর প্রমাণ হচ্ছে নীচের আয়াত :

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (فصلت: 37)

'তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে হল রাত, দিন, সূর্য আর চন্দ্র। সূর্যকে সাজদাহ করো না, চন্দ্রকেও না। সাজদাহ কর আল্লাহকে যিনি ওগুলোকে সৃষ্টি করেছেন যদি সত্যিকারভাবে একমাত্র তাঁরই তোমরা ইবাদাত করতে চাও।'

(সুরা-হা-মীম সেজদা : ৪১ : ৩৭)

---

১১. 'যা কিছু তাদের সামনে আর যা কিছু তাদের পেছনে আছে সবই তিনি জানেন। আর আল্লাহ যার উপর সন্তুষ্ট সে ব্যতীত অন্য কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না।'

(সুরা-আল্-আম্বিয়া : ২১ : ২৮)

কেউ কেউ ফেরেশতাদের ইবাদাত করে। আল্লাহ বলেন :

وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (آل عمران : 80)

'সে ব্যক্তি তোমাদেরকে বলবে না যে, তোমরা ফেরেশতাদেরকে এবং নবীদেরকে মা'বূদরূপে গ্রহণ কর, তোমরা মুসলিম হওয়ার পরও কি সে তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিতে পারে?' (সূরা-আ'লি-ইমরান : ৩ : ৮০)

কেউবা নবী-রসুলদের ইবাদাত করে, এর প্রমাণ হচ্ছে নিম্নোক্ত আয়াত :

وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (المائدة : 116)

'স্মরণ কর, যখন আল্লাহ ঈসা ইবনু মারইয়ামকে বললেন, তুমি কি লোকেদেরকে বলেছিলে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে আর আমার মাকে ইলাহ বানিয়ে নাও।' (উত্তরে) সে বলেছিল, 'পবিত্র মহান তুমি, এমন কথা বলা আমার শোভা পায় না যে কথা বলার কোন অধিকার আমার নেই, আমি যদি তা বলতাম, সেটা তো তুমি জানতেই; আমার অন্তরে কী আছে তা তুমি জান কিন্তু তোমার অন্তরে কী আছে তা আমি জানি না, তুমি অবশ্যই যাবতীয় গোপনীয় তত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকেফহাল।'[১২] (সুরা-আল্-মায়িদাহ : ৫ : ১১৬)

কেউবা নেককার লোকদের অথবা অলী-আউলিয়াদের ইবাদাত করে, এর প্রমাণ আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াত :

أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (الإسراء : 57)

'তারা যাদেরকে ডাকে তারা নিজেরাই তো তাদের প্রতিপালকের নিকট পৌঁছার পথ অনুসন্ধান করে যে, কে তাঁর অধিক নিকটবর্তী হতে পারবে, আর তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি তো ভয় করার মতই।' (সুরা-আল্-ইছ্রাহ : ১৭ : ৫৭)

---

১২. উমর (রা.) বলেন, 'আমি আল্লাহর রসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি : 'তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করোনা যেভাবে খ্রিস্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্বন্ধে করেছিলো, কারণ আমি শুধুমাত্র এক বান্দাহ। তাই তোমরা আমার ব্যাপারে বলবে 'আল্লাহর বান্দা ও রসুল'।' (সহীহ বুখারী : ৪/৬৫৪)

কেউবা গাছ ও পাথরের ইবাদাত করে। এর প্রমাণ আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াত :

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى - وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (النجم : 19-20)

'তোমরা কি ভেবে দেখোনা, লাত[১৩] ও উযযা[১৪] এবং মানাত, তৃতীয় আরেকটি'[১৫] (সুরা-নাজম : ৫৩ : ১৯-২০)

এবং আবু ওয়াক্বিদ আল লাইতি (রা.) বলেন, 'আমরা আল্লাহর রসুল (সা.)-এর সাথে হুনায়ুনের যুদ্ধে বের হলাম যখন আমরা সবেমাত্র কুফর পরিত্যাগ করে ইসলামে প্রবেশ করেছি। মুশরিকদের একটি সিদরা (এক ধরনের গাছ) ছিলো, যেখানে ওরা বিশ্রাম নিতো এবং অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো, একে বলতো 'যাত আন্ওয়াত'। যখন আমরা একটি সিদরার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমরা প্রশ্ন করলাম, 'হে আল্লাহর রসুল, আপনি আমাদের জন্য ওদের 'যাত আন্ওয়াতের' মতো একটি 'যাত আন্ওয়াত' বানিয়ে দিবেন না।'[১৬]

চতুর্থ মূলনীতি : এটা জানা যে, বর্তমান যুগের মুশরিকগণ, পূর্বের যুগের মুশরিকদের তুলনায় শিরকের ব্যাপারে অধিক অগ্রসর (أغلظ)। কারণ পূর্ববর্তী যুগের মুশরিকরা শুধু সুখ-স্বাচ্ছন্দের সময় শিরক করতো কিন্তু

---

১৩. **লাত :** ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত লাত হচ্ছে : সুদূর অতীতে একটি চারকোনা বিশিষ্ট পাথরে বসে একজন ইহুদী হাজ্বীদের জন্য 'সাতু' তৈরি করে খেতে দিতো, লোকটি সেখানে মৃত্যুবরণ করলে লোকেরা তার সততা ও ভালো কাজের জন্য এ পাথরকে সম্মান করে এবং এর পাশে অবস্থান গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। (সহীহ বুখারী : ৬/৩৮২, ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনুল আজীম ৪/২৫)

১৪. **উযযা :** এই দেবতাটি ছিল বত্নে নাখ্লাহ্ নামক স্থানের তিনটি ছোট বাব্লা গাছের সমষ্টি। (ইবনে জারীর আত-ত্ববারী, জামিউল বায়ান ফি তাফসীরুল কুরআন, ২৭/৫৯ ও মাওলানা সুলায়মান নদ্ভী, তারিখু আরদিল কুরআন: পৃ. ৪২০)

১৫. আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শপথ করার সময় লাত ও উযযার কসম খায়, সে যেন বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, এসো, আমরা জোয়া খেলি।' সে যেন অবশ্যই সদ্কা করে (বিনিময় হিসেবে)' (সহীহ বুখারী : ৮/৬৪৫)

১৬. হাদিসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং একে 'হাসান সহীহ' বলেছেন। এছাড়াও ইমাম আহমদ, ইবনে আবি আসিম ও ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হাজার এক 'সহীহ' হিসেবে মন্তব্য করেছেন।

আমাদের সময়ের মুশরিকরা সুখের সময় ও বিপদের সময় সমানভাবে শিরকে লিপ্ত থাকে[১৭]।

এ কথার প্রমাণ আল্লাহর বাণী :

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (العنكبوت : 65)

'তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে একনিষ্ঠ হয়ে তারা আল্লাহ্‌কে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে নিরাপদে স্থলে পৌঁছে দেন, তখন তারা (অন্যকে আল্লাহ্‌র) শরীক করে বসে।'[১৮]

(সুরা-আন্‌-কাবুত : ২৯ : ৬৫)

১৭. সুখের সময় যেমন : বিদেশ গমন করলে, পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করলে, বাড়ি-গাড়ি কিনলে, মাজার বা পীরের আস্তানায় গিয়ে টাকা-পয়সা, গরু-ছাগল দিয়ে আসে, আবার বিপদে পড়লে বা অসুখ-বিসুখ, ব্যবসায় মন্দা, জেল-জরিমানার সময়ও তাড়াহুড়া করে মাজার অথবা পীরের বাড়িতে যায়, 'ইয়া আলী', 'ইয়া আউলিয়া', 'ইয়া বায়েজীদ বোস্তামী' বলে বিপদ হতে উদ্ধারের জন্য ডাকে।

১৮. আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, 'যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে, তখন শুধু আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাকো, তাদের ভুলে যাও। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলে পৌছিয়ে উদ্ধার করে নেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (সূরা-আল-ইছ্‌রাহ : ১৭ : ৬৭)

ইবনে কাছীর তাঁর তাফসিরে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ইকরামা বিন আবু জেহেল মক্কা বিজয়ের সময় আল্লাহর রসুল (সা.) হতে পলায়ন করে। সে ইথিওপিয়া যাওয়ার ইচ্ছায় লোহিত সাগর পাড়ি দিতে যায়। কিন্তু সাগরের মধ্যে একটি বিশাল ঝড় তাদের পেয়ে যায় এবং বড় বড় ঢেউ তাদের নৌকায় আঘাত করতে থাকে। তারা ধারণা করেছিলো যে, তারা ডুবে যাবে। নৌকার লোকজন একে অপরকে বলতে থাকে, আল্লাহ ছাড়া কেউ তোমাদের রক্ষা করতে পারবেনা। তাই এখন তাঁর কাছে দোয়া করো ও তাকে ডাকো (খালিছভাবে) যাতে তিনি তোমাদেরকে নিরাপদে স্থলে ফিরিয়ে দেন।' ইকরামা বললেন, 'আল্লাহর কসম, যদি সমুদ্রে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাহায্য করতে না পারে, তবে অবশ্যই স্থলভাগেও আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাহায্য করতে পারে না। হে আল্লাহ, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি তুমি আমাকে নিরাপদে স্থলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, তবে আমি অবশ্যই মোহাম্মাদ (সা.)-এর হাতে বাইয়াত নিবো এবং অবশ্যই আমি তাকে কোমল হৃদয় হিসেবে পাবো।' যখন তাদের নিরাপদে স্থলে ফিরিয়ে দেওয়া হলো এবং তারা সমুদ্র হতে নিরাপদ স্থানে ফেরত আসলো, তখনই ইকরামা, আল্লাহর রসুল মোহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে গেলেন, ইসলাম গ্রহণ করলেন আর সত্যিকার মুসলিম হয়ে গেলেন।

সালাতের পূর্বশর্ত পবিত্র হওয়া, নিয়্যত করা, ক্বিবলামুখী হওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে আমরা সবাই জানি এবং খুবই সতর্কতার সাথে মেনে চলি। এসব পূর্বশর্তসমূহের যেকোনো একটির ব্যত্যয় ঘটলে সম্পূর্ণ সালাত অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ সালাতের পূর্বশর্তসমূহ সম্পর্কে আমরা সবাই সচেতন, কিন্তু প্রথম স্তম্ভ ঈমান তথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর পূর্বশর্তগুলো সম্পর্কে আমরা কি সচেতন? এই পূর্বশর্তগুলো কী কী?

রুকু-সিজদা যেমন সালাতের রুকন বা স্তম্ভ—এ রকম রুকনগুলো আদায় করা ছাড়া শতবার সালাত আদায় করলেও তা সালাত হিসেবে গণ্য হবে না। তেমনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর রুকন তথা স্তম্ভসমূহ কী কী—যা অন্তরে, কথায় ও কাজে বাস্তবায়ন না করলে ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না? 'লা ইলাহা' কথাটির মাধ্যমে একজন মুসলিম কী কী বাতিল ইলাহ তথা তাগুতকে অস্বীকার বা পরিত্যাগ করে থাকে? 'ইল্লাল্লাহ' কথাটির মাধ্যমে একজন মুসলিম কী কী ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকৃতি দেয়?

বিভিন্নভাবে যেমন ওযু, সালাত, সিয়াম ভেঙ্গে যায়; নতুনভাবে ওযু করতে হয়, সালাত আদায় করতে হয়, সিয়াম পালন করতে হয়; তেমনি কী কী কাজের মাধ্যমে একজন মুসলিমের ঈমান ভেঙ্গে যায়? মুসলিম জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়সমূহের সাথে পাঠকদেরকে পরিচয় করিয়ে দেবে *'প্রত্যেক মুসলিমের যে সব বিষয় জানা ওয়াজিব'* গ্রন্থটি।

Published by

Pandulipi Prokashon
Manikpir Road, Kumarpara, Sylhet.
Mobile : 01712868329
ISBN : 978-984-8922-11-8